ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৯২৯
আগরতলা,২৯ সেপ্টেম্বর,২০২১

দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পূজা উদযাপনের নির্দেশিকা

রাজ্যে কোভিড অতিমারী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আসন্ন শারদোৎসব উদযাপন উপলক্ষে দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পূজা আয়োজনের সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা আগামী অক্টোবর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কার্যকর হবে।

সাধারণ নির্দেশিকা :

১) সমস্ত ক্লাব / পূজা কমিটি/ বাড়ির পূজা আয়োজকদের পূজার পূর্বে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে উদযাপনের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

২) কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় চাঁদা স্বেচ্ছায় হতে হবে।

৩) বাড়িঘর পরিদর্শন এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতা এড়াতে ক্লাব / পূজা কমিটিগুলি / অনলাইনের মাধ্যমে দান / চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তারা ব্যাঙ্কের বিবরণ প্রচার করতে পারে।

৪) পুর সংস্থাগুলি পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে প্যান্ডেলের সংখ্যা কমাতে চেষ্টা করবে। যাতে কম দূরত্বে কোনও প্যান্ডেল না থাকে।

৫) জেলা প্রশাসক ও সমাহর্তারা তাদের প্রশাসনিক এলাকায় স্থানীয় মূল্যায়ন অনুযায়ী এবং ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫-র অধীনে নির্দেশিকা জারি করা যাবে।

পূজা মন্ডপ :

৬) সংকীর্ণ প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, চলাচল ও প্যান্ডেল এবং প্রতিমা দেখার ক্ষেত্রে বাধা এড়াতে হবে। মন্ডপগুলি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে দূর থেকে প্রতিমা স্পষ্ট দেখা যায়। দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষভাবে একাধিক প্রবেশ - প্রস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

৭) পূজা মন্ডপের সামনে একবারে মাত্র ৫ থেকে ১০ জন দর্শককে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। সামনের ব্যক্তির পেছনে দর্শকদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে যাতে মন্ডপ ও প্রতিমা দর্শন করতে পারে তারজন্য পূজা আয়োজকদের যথাযথ মার্কিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) মন্ডপের সামনে দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য একবারে শুধু সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি স্বেচ্ছাসেবকদের নিশ্চিত করতে হবে। দর্শনার্থীরা যাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন সেজন্য নিরাপত্তা বাহিনীগুলির সঙ্গে আলোচনা করে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

-২-এর পাতায়

১০) আয়োজক কমিটির সকল সদস্য / স্বেচ্ছাসেবক এবং দর্শনার্থীদের পূজার দিনগুলিতে মাস্ক পরিধান করা উচিত। আয়োজকদের পর্যাপ্ত সংখ্যক মাস্কের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে কোনও কোনও দর্শনার্থী মাস্ক ছাড়া আসলে তাকে তা দেওয়া যায়। প্রবেশ পয়েন্ট এবং সাধারণ এলাকায় সকল দর্শনার্থীদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার / হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১) সকল পূজা মন্ডপগুলি প্রতিদিন অন্তত ৩বার স্যানিটাইজ করা উচিত। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত বাঁশ ও দড়ি ইত্যাদি বিশেষভাবে নিয়মিত ব্যবধানে জীবাণু মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১২) পুজো মন্ডপগুলিতে থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি উচ্চ তাপমাত্রা সহ কোনও দর্শনার্থী সনাক্ত করা হয় সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৩) লক্ষণহীন ব্যক্তিদের পূজা প্যান্ডেল ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে।

১৪) মন্ডপের প্রবেশদ্বারের কাছে একটি স্থান চিহ্নিত করা উচিত যাতে সন্দেহভাজন রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা না আসা পর্যন্ত তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা যেতে পারে।

১৫) সকল পূজা মন্ডপগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ, অ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যান্য জরুরি ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

১৬) সকল পূজা মন্ডপগুলিতে কোভিড নিরাপত্তা নিয়মবিধি / পরামর্শ মুখ্য এলাকায় প্রদর্শিত করতে হবে। দর্শনার্থীদের জন্য মাইকে ঘোষণার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৭) ক্লাব / পূজা কমিটিগুলি পূজার সময় এবং পরে কোনও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে না।

১৮) ক্লাব / পূজা কমিটি মন্ডপগুলিতে কোনও আকর্ষণীয় আলোর ব্যবস্থা করবে না যাতে দর্শকদের অত্যধিক সমাবেশ হয়।

১৯) যতদূর সম্ভব ক্লাব / পূজা কমিটিগুলিকে পূজা মন্ডপ থেকে দূরে কোনও এলাকায় বড় পর্দা / এল ই ডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা করতে পারে যাতে দর্শনার্থীরা দূর থেকে বা বাইরে থেকে দেবীর প্রতিমা দেখতে পারেন।

২০) ক্লাব / পূজা কমিটিগুলি স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলিতে তাদের মন্ডপ দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারবে।

২১) ক্লাব / পূজা কমিটির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং আয়োজকদের পুরস্কার বিতরণ এড়াতে হবে।

২২) একটি গ্রুপে প্রসাদ বিতরণ / সাধারণ ভোজ এড়াতে হবে।

২৩) কমিউনিটি কিচেন / 'অন্ন-দান' ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত ও বিতরণের সময় শারীরিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলা উচিত।

২৪) সকল পাবলিক ইউটিলিটি কমন এলাকায় ঘন ঘন স্পর্শ করা হয় এমন জায়গা যেমন ডোর নব, লিফটের বোতাম, হ্যান্ডেল, কিউ ব্যারিকেড, আসন, বেঞ্চ, ওয়াশরুম, ফিক্সচারস ইত্যাদি পরিষ্কার করা (১ শতাংশ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ব্যবহার করে) নিয়মিত জীবাণু মুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

-৩-এর পাতায়

২৫) দর্শনার্থী ও কর্মীদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা ব্যবহৃত মাস্ক চত্বরে উপলব্ধ কভার ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।

২৬) পূজা প্যান্ডেলের কাছে মালিকদের দ্বারা স্থাপন করা স্টলগুলির চারপাশে কঠোর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। স্টল কর্মীদের মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক হতে হবে।

বিসর্জন :

২৭) বিসর্জন ঘাটে দেবী মূর্তি বহন করার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক যানবাহন ক্লাব / পূজা কমিটি ব্যবহার করবে এবং সর্বাধিক ৩০ জন বিসর্জনে অংশ নেবে।

২৮) ক্লাব / পূজা কমিটিগুলি পূজা প্যান্ডেল / মন্ডপের কাছাকাছি স্থানে মূর্তি বিসর্জনের জন্য কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করতে পারে। পুরপরিষদ / স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরে এগুলি নিষ্পত্তি করা হবে।

২৯) স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মূর্তি বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে।

৩০) বিসর্জন ঘাটে অতিরিক্ত জনসমাগম এবং বিসর্জনের সময় দেরী করা যাবে না। বিসর্জন ঘাটে জনসমাগম রোধ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন / আরক্ষা প্রশাসন / পুরপরিষদ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হবে।

৩১) বিসর্জনের সময় যাতে রাস্তার পাশে জনসমাগম না হয় তারজন্য জেলা / আরক্ষা প্রশাসন উদ্যোগ নেবে।

৩২) জেলা / আরক্ষা প্রশাসন সিসিটিভি এবং অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে দুর্গাপূজা প্যান্ডেল / মন্ডপে জনসমাগম, বিসর্জন র‍্যালি, বিসর্জন ঘাটের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখবে। কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩৩) পুরপরিষদ / স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট এলাকার পূজা মন্ডপ / প্যান্ডেলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটাইজেশন, দ্রুত বিসর্জনের বিষয়টির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখবে।

৩৪) পূজার দিনগুলিতে পূজা মন্ডপ / প্যান্ডেলের সামনে যাতে জনসমাগম কম হয় তারজন্য ক্লাব / পূজা কমিটিগুলিকে উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনার প্রয়োগ করতে হবে। তারা সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য কোভিড সম্পর্কিত সতর্কতাগুলি প্রদর্শন করতে পারে।

৩৫) পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলার রক্ষার্থে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে, ভিড় এড়াতে জেলা প্রশাসন আরক্ষা, পুরপরিষদ / স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবেন।

কোভিড বিধিনিষেধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ :

৩৬) ইভেন্ট অর্গানাইজার / ব্যবসায়ীগণ কনটাক্টলেস পেমেন্টের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৩৭) ধর্মীয় স্থানগুলিতে মূর্তি / পবিত্র গ্রন্থ ইত্যাদি স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না।

৩৮) কন্টেইনমেন্ট এলাকাতে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। এই এলাকার বাসিন্দারা বাড়িতেই উৎসব উদযাপন করতে পারবেন।

৩৯) পূজা প্যান্ডেলে মূর্তি আনার সময় কোনও ধরনের র‍্যালি / গান / নাচ ইত্যাদি করা যাবে না।

-৪-এর পাতায়

৪০) প্রবেশপথে দর্শনার্থীদের দাঁড়ানোর জন্য অন্তত ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্ব নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৪১) প্রত্যেকটি পূজা প্যান্ডেল এবং সংলগ্ন এলাকায় সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ইত্যাদি কোভিড বিধিনিষেধ মানা হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করতে সিসিটিভি লাগাতে হবে। সিসিটিভি ফুটেজ জেলা / আরক্ষা প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের প্রদান করতে হবে।

৪২) দূরবর্তী এলাকায় পূজার মন্ত্র পৌঁছানোর জন্য পুরোহিতরা যত বেশি সম্ভব মাইক ব্যবহার করবেন।

৪৩) ভক্তদের অঞ্জলি প্রদানের জন্য নিজ বাড়ি থেকে ফুল আনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। অঞ্জলি দেওয়ার সময় ১০ থেকে ১৫ জনের ছোট ছোট দলে ভক্তদের ভাগ করে নিতে হবে।

৪৪) পূজা কমিটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে ১০ থেকে ১৫ জনের ছোট ছোট দল নিয়ে সিঁদুর খেলার আয়োজন করা যাবে।

৪৫) পূজা প্যান্ডেলের পাশে কোনও ধরনের মেলার আয়োজন করা যাবে না।

৪৬) ৬৫ বছর উর্ধ্বের নাগরিক, গর্ভবতী মহিলা, ১০ বছরের নীচের শিশু, কোমর্বিডিটি আছে এমন ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আয়োজকদেরও একই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৪৭) যত্রতত্র থুথু ফেলা নিষিদ্ধ।

৪৮) আরোগ্য সেতু অ্যাপ ইনস্টল ও ব্যবহার করার জন্য সকলকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৪৯) পূজা প্যান্ডেল প্রাঙ্গণে কেবলমাত্র কয়েকটি দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। জনসমাগম এড়ানোর জন্য স্টলগুলিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসাতে হবে।

৫০) সকল আয়োজক, পুরোহিত এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পূজার দুদিন আগে কোভিড টেস্ট করাতে হবে পরবর্তীতে যাতে কোভিড ছড়িয়ে না পড়ে। বড় পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৫১) আয়োজকদের কর্তৃক সনাক্তকৃত ভক্তদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানোর জন্য পূজার দিনগুলিতে বড় পূজা প্যান্ডেলগুলির পাশে কোভিড পরীক্ষাকারী বুথ স্থাপন করা হবে।

৫২) উৎসব প্রাঙ্গণে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সকল সতর্কতামূলক বিধিনিষেধ পোস্টার / স্টেনডিস / অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে।

*****